দামুড়হুদার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করণ উপলক্ষে দামুড়হুদার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি রিকাত মালিথা, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল মান্নান, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, অভিভাবক সদস্য আজাদুল ইসলাম আজাদ খাঁনসহ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, বিদ্যালয়ে অধ্যায়ণরত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ।

অভিভাবক সমাবেশে বক্তারা স্কুলে ছাত্র – ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বক্তব্যে বলেন আমাদের ক্ষেত খামার, চাকরি, ব্যবসাসহ জীবন ধারণের জন্য আমরা নিয়মিত যে সময় ও মূলধন ব্যয় করি ঠিক তেমন ভাবে নিয়ম করে প্রতিদিন আমরা যারা ছাত্র ছাত্রীর অভিভাবক আছি আমাদেরকে নিয়মিত আমার সন্তানের শিক্ষার মান ও সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সময় ও মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। কোন ভাবেই অবহেলা করা যাবে না। আমার সন্তান কোথায় যায়, কী করে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করে নিয়মিত খোজ খবর নিতে হবে। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা, লেখা পড়া করেছে কীনা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে অভিভাবক হিসাবে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে। ডিজিটাল যুগে আমাদের উঠতি বয়সী সন্তানের হাতে আমরা হর হামেশাই দামী মোবাইল ফোন ও দামী মটর বাইক তুলে দিচ্ছি যা আমাদের সন্তানকে আমরা বিপথগামী ও মৃত্যুর মূখে ঠেলে দিচ্ছি। এই অবস্থা থেকে বের হবার পথ খুজতে হবে এবং সন্তানকে সঠিক

শিক্ষায় শিক্ষিত করে আগামীর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

দর্শনায় গলায় ট্যাবলেট আটকে মারা গেল ৫ বছরের শিশু

দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নে গলায় ট্যাবলেট আটকে রোকসানা আক্তার নামের পাঁচ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার ধান্যঘরা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

রোকসানা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের টুটুল হোসেনের মেয়ে।

শিশুটির পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় মঙ্গলবার রাতে রোকসানাকে ট্যাবলেট সেবন করাচ্ছিলেন তার মা। ট্যাবলেটের দুই ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে খাওয়াতে গেলে সেটি শিশুটির গলায় আটকে যায়। এতে অবস্থার অবনতি হলে তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন পরিবারের সদস্যরা। এ সময় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান শাহ মো. ফরহাদ হোসেন শিশুটির মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পুকুরে ডুবে দিনমজুরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি পুকুরের পানিতে ডুবে খাইরুল ইসলাম (৩৫) নামে এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার পর মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত খাইরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার কুমারী ইউনিয়নের লস্কর আলী পাড়ায়। তিনি পেশায় একজন দিনমজুর।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানিয়েছেন, খাইরুল দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ও মৃগী রোগে ভুগছিলেন।

স্থানীয় শ্রমিকেরা জানান, এদিন সকালে খাইরুলসহ কয়েকজন শ্রমিক পৌরসভার পশুহাট এলাকার একটি বড় পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেন। সারা দিন কাজ শেষে সন্ধ্যায় সবাই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি নেন। তবে খাইরুলকে তখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি হয়তো বাড়ি ফিরে গেছেন। কিন্তু খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে পুকুরের পানিতে তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়। স্থানীয় শ্রমিক ও এলাকাবাসী মরদেহটি উদ্ধার করে। খাইরুল দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হঠাৎ এভাবে মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মাসুদুর রহমান জানান, মৃগী রোগের কারণে খাইরুল পানিতে ডুবে মারা যান বলে ধারণা করা হচ্ছে। যেহেতু পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই, তাই আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে ২০০ কেজি কারেন্ট জাল জব্দ

আলমডাঙ্গায় যৌথবাহিনীর অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পৌরসভার পশুহাট এলাকায় চালানো অভিযানে প্রায় ২০০ কেজি জাল উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু ব্যক্তি নিষিদ্ধ এই কারেন্ট জাল ব্যবহার করে স্থানীয় জলাশয় ও খাল-বিলে নির্বিচারে মাছ শিকার করছিল। এতে দেশীয় প্রজাতির মাছ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং মাছের প্রজনন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থায় আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসুর নেতৃত্বে যৌথবাহিনী অভিযান চালায়।

অভিযানে উপস্থিত আলমডাঙ্গা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলেন, কারেন্ট জাল মাছের জন্য ভয়াবহ। ছোট-বড় সব মাছই এতে আটকা পড়ে। এমনকি মাছের ডিম-পোনাও রক্ষা পায় না। ফলে মাছের প্রজনন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এজন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি।

অভিযানে অংশ নেওয়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বলেন, প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে মৎস্যসম্পদ রক্ষা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে অসাধু ব্যবসায়ীরা এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম থেকে বিরত থাকবে।

সরকার কারেন্ট জালের উৎপাদন, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেও গোপনে এখনো এসব জাল ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বুধবারের এ অভিযান এলাকাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছে, নিয়মিত অভিযান হলে নদী-খাল-বিলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য টিকে থাকবে এবং মাছের প্রজনন ও প্রজাতি রক্ষা পাবে।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকচাপায় প্রাণ গেল ব্যবসায়ীর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় ট্রাকচাপায় আব্দুর রাজ্জাক (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন।

গতকাল বুধবার দুপুর ১টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পশুহাট টাইগার মোড়ে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুর রাজ্জাক আলমডাঙ্গা উপজেলার হাউসপুর গ্রামের রহমান

আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আলমডাঙ্গা বাজারে বাইসাইকেলের ব্যবসা করতেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার দুপুরে পশুহাট থেকে টাইগার মোড়ের দিকে একটি ট্রাক যাচ্ছিল। এ সময় এটি হঠাৎ ব্রেক ফেল করলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আব্দুর রাজ্জাককে চাপা দেন। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি মাসুদুর রহমান জানান, ঘটনার পর ট্রাকচালক ও হেলপার পালিয়ে যান।

আলমডাঙ্গায় কৃষি অফিসার বদলির প্রতিবাদে কৃষকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীনকে হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন স্থানীয় কৃষকরা।

বদলির আদেশকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘ষড়যন্ত্রমূলক’ বলে উল্লেখ করে গতকাল বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গার হাইরোড আল-তায়েবার মোড়ে মানববন্ধন করেন তারা। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

গত বৃহস্পতিবার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে রেহেনা পারভীনকে বদলি করা হয়।

মানববন্ধনে জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা শতাধিক কৃষক অংশ নেন। তাদের অভিযোগ, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কৃষি খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। তিনি নিয়মিত মাঠে গিয়ে কৃষকদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং ভেজাল বীজ ও সার মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন।

ডাউকি ইউনিয়নের কৃষক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমরা যতদিন মনে করতে পারি, কোনো কৃষি কর্মকর্তা মাঠে এসে এভাবে কৃষকের পাশে ছিলেন না। তিনি না থাকলে আবারও দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।

জামজামি ইউনিয়নের কৃষক লাল মিয়া বলেন, রেহেনা পারভীন সৎ ও ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন। এই কারণেই প্রভাবশালী একটি মহল তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।

কৃষকদের দাবি, রেহেনা পারভীন মাঠপর্যায়ের কৃষকদের কাছে ভরসার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার উপস্থিতিতেই সার পাচার ও মজুত বন্ধ হয়েছিল। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তার বদলির জন্য চাপ দিয়েছে।

মানববন্ধন শেষে কৃষকদের একটি প্রতিনিধি দল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মেহেদী ইসলামের কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। তিনি সমকালকে বলেন, কৃষকদের দাবি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেব।

যোগাযোগ করা হলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভীন বলেন, আমি সব সময় চেষ্টা করেছি কৃষকদের স্বার্থে কাজ করার। মাঠে থেকে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোই আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল। বদলির বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে কৃষকদের ভালোবাসা আমার জন্য সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, রেহেনা পারভীন দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আলমডাঙ্গায় কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। সার ডিলার পয়েন্টগুলো নিয়মিত মনিটরিং করায় ভেজাল সার ও মজুতের প্রবণতা অনেকটাই কমে যায়। এ কারণে একশ্রেণির ব্যবসায়ী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

কৃষকদের অভিযোগ, মূলত এই চাপ থেকেই তাকে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে বিএনপির কর্মী সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল ৫টার দিকে

কাঁঠালতলায় ইউনিয়ন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে এ কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মো. আবু হাসানের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল ওয়াহেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. সোহেল রানা, সদস্য হুমায়ূন কবির ডাবলু, মমিনুল ইসলাম, সুমন, হাউলী ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, ইউনিয়ন যুবদল নেতা হাসান আলী, আরিফুল ইসলাম, নাজমুল, নুর সালাম, লাবিব সিদ্দিকী, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসেন বাবু, সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেনসহ স্থানীয় বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

কর্মী সভায় বক্তারা বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এখন সময়ের দাবি। দেশের এই ক্রান্তিকালে গণতন্ত্র রক্ষা ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি কর্মীকে সচেতন হতে হবে এবং মাঠে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। দলীয় ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সবাইকে দলের স্বার্থে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সামনে দিনগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনের বিস্তার ঘটিয়ে প্রতিটি ইউনিটকে আরো সুসংগঠিত করতে হবে। ইউনিয়ন, ওয়ার্ড ও গ্রাম পর্যায়ে প্রতিটি নেতা-কর্মীকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং জনগণের কাছে দলের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে হবে। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে পারব ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ৩নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রাজ্জাক।

আলমডাঙ্গায় জুয়ার আসর পরিচালনার অভিযোগ গ্রাম পুলিশ আলমগীরের বিরুদ্ধে

আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের গ্রাম পুলিশ আলমগীর জুয়ার বোর্ড পরিচালনা করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে আলমগীর ।

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বে থাকা আলমগীর হোসেন এখন হয়ে উঠেছেন জুয়া পরিচালনা গডফাদার। যিনি জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার বদলে নিজেই অপরাধ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক বনে গেছেন।

অভিযুক্ত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেন ডাউকি ইউনিয়নের পোয়ামারি গ্রামের বাসিন্দা ওয়াহাব আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত আলমগীরের ছত্রছায়ায় চলে জুয়ার আসর। যুবসমাজ জুয়ার নেশায় জড়িয়ে পড়ছে, পরিবার ভাঙছে, সমাজ ধ্বংস হচ্ছে। এমনকি অল্প বয়সী ছেলেরাও অপরাধচক্রের শিকার হচ্ছে।

শুধু এখানেই শেষ নয়, প্রতারণারও ভয়াবহ অভিযোগ রয়েছে। ডাউকি পোয়ামারির এক অসহায় পরিবার অভিযোগ করেছে, সরকারি (পঙ্গু) ভাতা কার্ড করে দেওয়ার নাম করে তিনি ৬ হাজার টাকা নেন। কিন্তু এক বছরেরও বেশি সময় পেরোলেও কার্ডের কোনো খবর নেই। টাকা ফেরত চাইতে গেলে পরিবারটি হুমকি ও হয়রানির শিকার হয়।

প্রশাসনের নীরবতায় এ অভিযোগে স্থানীয়রা ক্ষুব্ধ। তারা বলছে, ইউনিয়নে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন গ্রাম পুলিশই যখন অপরাধচক্রের হোতা, তখন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ডাউকি ইউনিয়নের প্রবীণ এক নাগরিক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যে আইন রক্ষা করবে তাকেই এখন আটকাতে চাইছে জনগণ, এটা কি গণতন্ত্রের অপমান নয়?

স্থানীয়দের একটাই দাবি অবিলম্বে কুখ্যাত গ্রাম পুলিশ আলমগীর হোসেনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক। অন্যথায় ডাউকি ইউনিয়নের শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে।

চুয়াডাঙ্গায় পিতা-পুত্রকে কুপিয়ে হত্যা, আটক-২

চুয়াডাঙ্গার আলোকদিয়ায় জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বাবা ও ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে ভালাইপুর বাজার পার হয়ে নতুনপাড়া এলাকায় তোফাজ্জল হোসেনের চাতালের পাশে এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, আলোকদিয়া বাজারের মৃত বুদ্দিন আলীর ছেলে তৈয়ব হোসেন (৩৮) ও তার ছেলে মিরাজ (১৭)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাঠে কাজ করার সময় তৈয়ব হোসেনের চাচাতো ভাই বাবু ও তার ভাগ্নে রাজু এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মিরাজকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করে। তাকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে বাবাকেও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। আহত তৈয়ব হোসেনকে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে, চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়ায় রেফার্ড করে এবং পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ ঘটনার পরপরই ঘাতক বাবু ও রাজুকে গ্রেফতার করেছে। এলাকাবাসী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

দর্শনা সীমান্তে ১ কোটি ৭২ লাখ টাকার স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার ছয়ঘড়িয়া সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ১৬২ গ্রাম ওজনের ৮টি স্বর্ণের বারসহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)। জব্দ স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৭২ লাখ ১৫ হাজার ১৮২ টাকা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৯ থেকে ১২০০ গজ ভেতরে তেমাথা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা মোটরসাইকেলে করে সীমান্তের দিকে যাওয়া দুই সন্দেহভাজনকে থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দর্শনা থানার নাস্তিপুর গ্রামের মো. আব্দুল মমিন
(৪৯) ও মো. আবুল কালাম আজাদ (৪৭)। জিজ্ঞাসাবাদে মো. আব্দুল মমিন তার কোমরে লুকানো ৮টি স্বর্ণের বারের কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযানে জব্দ স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। হাবিলদার মো. মিজানুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন, এবং আটক দুজনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।